দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 DEC 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

কিন্ডারগার্টেনে কি বই পড়ানো হচ্ছে ঃ দেশী পাবলিশারদের মাথায় হাত

আবদাল আহমদ ঃ 'জে' দিয়ে হয় জেলখানা। যেমন, প্রেসিডেন্সী জেল। 'এন' দিয়ে হয় নিউজ পেপার। যেমন, দি ষ্টেটসম্যান।

'এস' দিয়ে হয় ষ্টেশন। যেমন, শিলিগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশন। 'ইউ' দিয়ে হয় ইউনিভার্সিটি। যেমন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি।

কথাগুলি হঠাৎ শুনে ধাঁধার মত মনে হলেও এগুলি আমাদের দেশে শিশুদের

ষ্টেশনের নাম শিলিগুঁড়ি

পাঠক্রমের সূচনাপর্ব। বিষয়গুলি নিয়ে অভিভাবকরা ধাঁধায় পড়লেও আমাদের দেশে শিশুরা অবলীলায় তা গলাধঃকরণ করছে এবং এটি তাদের করতে হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন নামক স্কুলের বদৌলতে।

একটু খোলাচোখে দেখলেই ব্যাপারটি বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এ শব্দগুলি শিশুদের যে বই থেকে শেখানো হয় আসলে সে বইগুলি ভারত থেকে আমদানী করা। তাই জেলের পরিচয় দিতে উদাহরণ দেয়া হয়েছে কোলকাতার প্রেসিডেন্সী জেল, সংবাদপত্রের পরিচয় দিতে নামকরণ করা হয়েছে কোলকাতা ও

'ফ্ল্যাগ' বোঝাতে ভারতীয় পতাকা

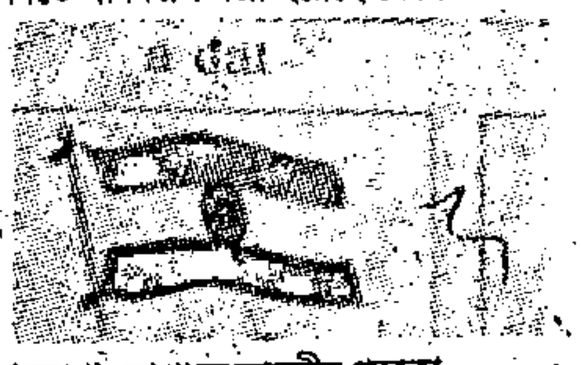

দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক ষ্টেটসম্যান–এর নাম এবং ষ্টেশন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি রেল ষ্টেশন।

শুধু ছাপার হরফেই নয়, এ এগুলির সঙ্গে আঁকা ছবিগুলিও ঐসব জায়গার পরিচয় বহন করছে। এমন কি বইয়ে যে জাতীয় পতাকার ছবি রয়েছে সেটি ভারতীয় জাতীয় পতাকার। 'প' দিয়ে পতাকা বোঝাতে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অনেক বইয়ে রয়েছে ভারতীয় মুদ্রার ছবি, গাড়ির ছবিতে নম্বর প্লেটে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নম্বরযুক্ত পরিচিতি।

মহানগরী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের কিন্ডারগার্টেন ও বহু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এ বইগুলি পাঠ্য করা হয়েছে। লাইব্রেরীতে সহজেই কিনতে পাওয়া যায় এই ভারতীয় বই। শুধু লাইব্রেরীই নয়, ফুটপাত এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও ট্রেনে ফেরী করে বিক্রি হচ্ছে শিশুদের জন্য ভারতীয় বই। প্লে–গ্রুপ, কেজি থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্কুলের বিভিন্ন বই, এবিসি থেকে শুরু করে বাংলা, ইংরেজী, অংক, পরিবেশ পরিচিতি, ছড়া, ব্যাকরণ, গ্রামার–অংকে,

'জেল' বলতে প্রেসিডেন্সি

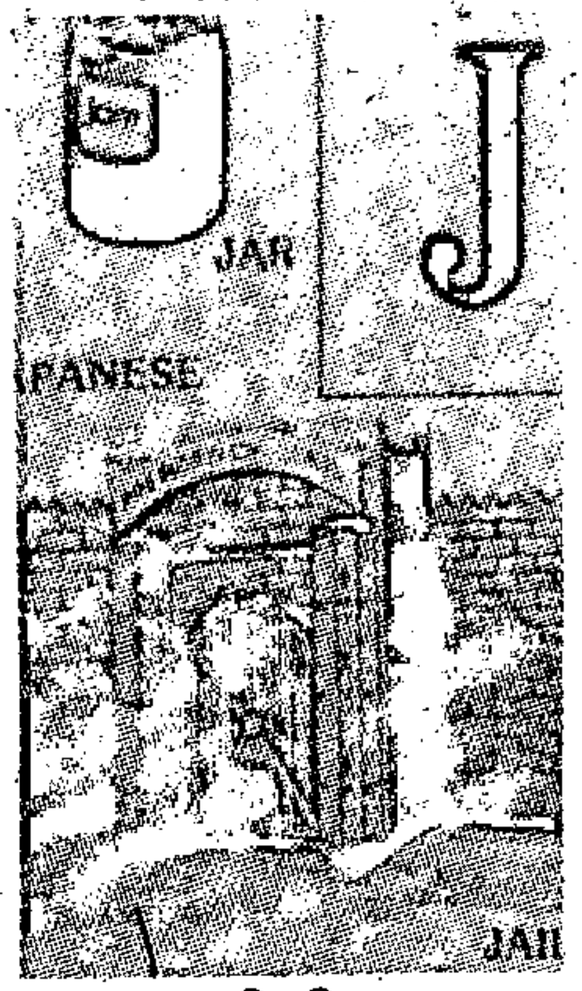

সব ধরনের ভারতীয় বই পাওয়া যায় বাংলাদেশেরবাজারে।

কিন্ডারগার্টেন দোষণীয় নয়

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা খারাপ নয়, দোষেরও নয়। এটা ঠিক যে, ঢাকায় কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে না উঠলে সমস্যাই হত। একদিকে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার নীচুমান ও দুরবস্থা এবং অন্যদিকে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যাল্পতা। এর ফলে অভিভাবকরা যেমন প্রাইমারী স্কুলে সন্তানদের দিয়ে ভরসা পাচ্ছেন না, তেমনি কিন্ডারগার্টেন না হলে হাজার হাজার শিশুকে স্কুলে ভর্তি কিংবা তাদের পড়াশুনা করানো অসম্ভবই ছিল। কিন্তু যেটা নিয়ে প্রশ্ন তা হল কিন্ডারগার্টেন ওয়ালাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি— ভারতীয় বই পড়াতেই হবে। আবার শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রতিটি সম্পর্ক হবে অর্থের বিনিময়ে। বই হতে হবে গাদাগাদা।

বিদেশী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

ঢাকাসহ দেশের শিশু শিক্ষায় বর্তমানে এই চিত্র। শিশু শিক্ষার উপর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এ চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ভারতীয় পুস্তক–ব্যবসায়ীদের কাছে বাংলাদেশের সব কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর লিষ্টসহ ঠিকানা রয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পাবলিশার্স গীল্ড–এর প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে

(শেষ পৃঃ ৫–এর কঃ দ্রঃ)

কিন্ডারগার্টেনে কি বই পড়ানো হচ্ছে

(প্রথম পৃঃ পর)

যাতায়াত অবাধ। লোকাল এজেন্টকে নিয়ে এসব প্রতিনিধরা প্রতিটি স্কুলে আসছে এবং তাদের বই পাঠ্য করাচ্ছে। বই পাঠ্যের কৌশল হিসাবে এরা সংশ্লিষ্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, মালিক কিংবা শিক্ষকদের জন্য নিয়ে আসছে উন্নতমানের গিফ্‌ট। বই পাঠ্য করাতে তারা দিয়ে যায় মোটা অংকের টাকা। বই পুশিং–এর ক্ষেত্রে ভারতীয় পাবলিশারদের সঙ্গে বাংলাবাজারের পাবলিশাররা পেরে উঠছেন না। স্কুলের শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে না হতেই কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোয় ভারতীয় পাবলিশারদের আসা–যাওয়া চলতে থাকে। এভাবে অত্যন্ত সুকৌশলে অনুপ্রবেশ করছে বিদেশী সংস্কৃতি।

পড়ানো হোক আর না হোক কিন্ডারগার্টেনগুলোয় গাদাগাদা বই পাঠ্য করা হয়। শিশু থেকে কেজি শ্রেণী পর্যন্ত ৫/৬টি বই পাঠ্য করার স্কুলের সংখ্যাই বেশী। কোন কোন কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষার এই সূচনাপর্বে ৭ থেকে ৮টি, আবার কোন কোনটিতে ৯ থেকে ১০টি পর্যন্ত বই পড়ানো হয়। তেমনি প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ৭ থেকে ৮টি বই পড়ানোর স্কুলের সংখ্যা ৫০ শতাংশ। বাকী ৪০ শতাংশ স্কুলে ৯ থেকে ১০টি এবং ১০ শতাংশ স্কুলে ১১ থেকে ১২টি বই পড়ানো হয়। অবস্থা এমন হয়েছে, যে যতটা বই পড়াতে পারবে সেই স্কুল যেন তত ষ্ট্যান্ডার্ড এবং সেই স্কুলই যেন শিশুদের মস্তিষ্ক তত উর্বর করতে পারবে।

পাঠক্রমে অনিয়ম

সব নিয়মের মধ্যে পাঠক্রমের অনিয়মই সবচাইতে বেশী। খেয়ালখুশীমত পাঠক্রম নির্ধারণ করা হয়। কেজি ও প্রথম শ্রেণীতে বাংলা, ইংরেজী, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, অংকন, সাধারণ জ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদি পড়ানো হয়। দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী থেকে এর সঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান যোগ হয়। এগুলোর মধ্যে দেশী–বিদেশী বইয়ের মিশ্রণ রয়েছে। বিদেশী বই না পড়ালে যেন স্কুলের মান নেমে যায়। ভারতে যে বই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ানো হয়, সেটা এখানে পড়ানো হচ্ছে প্রথম শ্রেণীতে। কেজিতে ১৫ ও ১৬–এর নামতা পর্যন্ত মুখস্ত করানো হচ্ছে। কিন্ডারগার্টেনগুলোয় শিক্ষার মাধ্যম ও পাঠক্রম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মতানুযায়ী।

দু'নম্বর ব্যবসা

কিন্ডারগার্টেনকে কেন্দ্র করে এ ধরনের বই ব্যবসার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কোন কোন পাবলিশার্সও দুই নম্বর ব্যবসা শুরু করেছে। নিজেদের নামে ভারতীয় বই ছাপিয়ে নিচ্ছে। কোন কোন পাবলিশার্স সংশ্লিষ্ট ভারতীয় পাবলিশার্সের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এ কাজটি করছে। এ ধরনের একটি পাবলিশার রয়েছে বরিশালে। 'রুবি ইংলিশ প্রাইমার' নামে একটি ভারতীয় বই ঐ পাবলিশার্স নিজের নামে প্রকাশ করেছে। বইয়ের ভেতরে ছবি ও শব্দাবলী দেখলেই বোঝা যাবে বইটি যে ভারতীয়। উদাহরণস্বরূপ একটি গাড়ির ছবি ছাপা হয়েছে। এর নম্বর প্লেটে রয়েছে ডব্লিউ,বি–১১২ (পৃষ্ঠা–৩৫) অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের যানবাহন কর্তৃপক্ষের নম্বর। এমনিভাবে অসংখ্যউদাহরণরয়েছে।

দেশের প্রকাশকদের বই পাঠ্য করা হচ্ছে না

কিন্ডারগার্টেন স্কুল ও শিশুদের নানা ধরনে বই প্রকাশ করছে ঢাকার দশ–পনেরটি পাবলিশার্স। এ বইগুলি উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও কিন্ডারগার্টেনগুলিতে পাঠ্য করা হয় না। পাবলিশার্সরা অভিযোগ করেন যে, তাদের বই ঐ স্কুলগুলোয় কোনভাবেই তারা পাঠ্য করাতে পারছেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি কিংবা দু'টি বই পাঠ্য করা হয়। এক্ষেত্রেও নানা ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে হয় তাদের। তারা জানান, ঢাকায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর ৭/৮টি সমিতি রয়েছে। এসব সমিতির সভাপতি–সম্পাদকরা পাবলিশার্সদের কাছে এসে টাকা দাবী করেন। তারা একটি বই স্কুলে পাঠ্য করে দেয়ার জন্য দু'হাজার টাকা দাবী করেন। এভাবে দশ–বারোজন পাবলিশারের কাছ থেকেই এরা টাকা নিয়ে যাচ্ছে। মিরপুরেই এ ধরনের ৩/৪টি সমিতি রয়েছে। কোন কোন কিন্ডারগার্টেন আবার বই পাঠ্য করার বিনিময়ে ঐ স্কুলের নামে ১৫ হাজার কিংবা ২০ হাজার পোষ্টার ছাপিয়ে দিতে বলে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলি থেকে ছাত্রদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় বই ও খাতার লিষ্ট। বলে দেয়া হয় অমুক লাইব্রেরী থেকে বই ও খাতা কিনতে হবে। ঐসব কিন্ডারগার্টেনের মালিক বিনিময়ে ঐ লাইব্রেরী থেকে মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশেষ করে মহানগরী ঢাকার শিশু শিক্ষাস্তরে চলছে এই অরাজক পরিস্থিতি। বিদেশী বই আমদানীর ফলে দেশীয় পুস্তক ব্যবসায়ীরা মার খাচ্ছে। তেমনি আমাদের সন্তানরা শিখছে ভিন্ন দেশীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। অপরদিকে ধারণ ক্ষমতার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে শেখানো হচ্ছে শিশুদের। অভিভাবকদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। শত শত টাকার টিউশন ফি ছাড়াও গাদাগাদা বই এবং খাতা কিনতে অভিভাবকদের গুনতে হচ্ছে মোটা অংকের টাকা।